মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাগোয়ানের কাহিরুল ছেলে মোঃ মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুরের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ রুবেল (২৮), মাঃ নং ৪(৪)২৫ এবং ভবেরপাড়ার মোঃ আবদার আলীর ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪৫), (জিআর ১৫১/২৩,এবং সি আর ৫৪৮/২৫)।

গ্রেফতাকৃতকে বুধবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরের বারাদী খামারে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরি

মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার (বিএসসি) এলাকার বি ব্লকের মাঠ থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

খামারের দিনের পাম্প চালক শাহাবুদ্দিন জানান, সকালে পাম্প চালাতে এসে তিনি দেখতে পান বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্থাপিত তিনটি ট্রান্সফরমারের কেসিং নিচে পড়ে আছে এবং ভিতরের যন্ত্রাংশগুলো নেই। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বিষয়টি অফিস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

খামারের পাওয়ার পাম্প অপারেটর (পিপিও) আব্দুর রাজ্জাক বলেন,

সকালে অফিসে এসে ট্রান্সফরমার চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। এ বিষয়ে রাত্রীকালীন পাহারাদার সাঈদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও জানান, চলতি মৌসুমে অত্র পাম্পের আওতায় প্রায় ৭০ একর জমিতে ধান দণ্ডায়মান রয়েছে। ট্রান্সফরমার চুরির ফলে সেচ কাজ কিছুটা ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলার গুডনেইবার বাংলাদেশ কার্যালয়ের হলরুমে “সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এমআইপিএস প্রকল্প, এফসিডিও’র আর্থিক সহায়তায়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক মো: নজির উদ্দীন এবং সঞ্চালনা করেন পিএফজি সমন্বয়কারী মো: ওয়াজেদ আলী খান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো: খোরশেদ আলম এবং এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

বক্তারা তাঁদের আলোচনায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তারা বলেন, সামাজিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি। পারিবারিক শিক্ষার প্রসার, যুব সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের মানবিক নেতৃত্ব সহিংসতা কমিয়ে সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে বলে মত দেন বক্তারা।

সভায় বক্তব্য রাখেন, সমন্বয়কারি মো: ওয়াজেদ আলিখান, শিক্ষক মো:

নজির উদ্দীন, ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর তনময় মন্ডল, বিএনপি নেতা সুজন আলি খান, মাহফুজ আহম্মেদ, খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গাব্রিয়াল মন্ডল, নারী প্রতিনিধি নিলুফা খাতুন, ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয়, পুরোহিত পবিত্র কুমার এবং পিস অ্যাম্বাসেডর মুন্সি মোকাদ্দাস। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠিগত ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সমাজ থেকে বিভেদ, অহংকার ও বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সম্মান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সভায় দাশ ও মুচি সম্প্রদায়, মুসলিম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দুটি গ্রুপ যারা সাধারণত একে অপরের প্রোগ্রামে অংশ নেন না। তারা সবাই একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির এক মিলনমেলায় পরিণত করেন অনুষ্ঠানস্থলকে।

সভাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

মেহেরপুর সদরের পাটকেলপোতায় ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলনে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামে ৬ নং ওয়ার্ড (পাটকেলপোতা, চাঁদপুর, পাটাপোকা, শিশির পাড়া) বিএনপি’র সম্মেলনে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে পাটকেলপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন আমবাগানে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওয়ার্ড কমিটিতে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সামস্ ই আলম ও তাহাজ রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সকমান আলী ও জাফর আলী।

কমিটিতে সামস্ ই আলম ও জাফর আলী এবং তাহাজ রহমান ও সকমান আলী এই দুই প্যানেলে প্রতিদ্বন্দিতা হয়।

কমিটি গঠনের শুরু থেকেই দুই গ্রুপের ভিতর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ওঠে উপস্থিত ভোটারদের ভিতরে আওয়ামী লীগের লোকজন আছে। এনিয়ে শুরু থেকেই উভয় গ্রুপের মধ্যে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ৬নং ওয়ার্ডের উপস্থিত ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন শেষে বহিরাগতদের সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বহিরাগতদের সরানো নিয়ে দুই গ্রুপের লোকজনদের ভিতরে শুরু হয় হাতাহাতি পরবর্তীতে রূপ ন্যায় মারামারিতে, বেঁধে যায় সংঘর্ষ। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা আহত হয়। পরবর্তীতে কমিটি গঠন কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ওমর ফারুক লিটন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমুল হোসেন মিন্টু।

মেহেরপুরে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এমআইপিএস প্রকল্পের আওতায় এফসিডিও’র সহযোগিতায় “সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর মাওলানা সিরাজ

উদ্দিন।
সভাটি পরিচালনা করেন পিএফজির সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্না।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও পিস অ্যাম্বাসেডর আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন্নেছা নয়ন, পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য ইস্কান্দার মাহমুদ ইকবাল, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা আব্দুল কুদ্দুস ও আনোয়ারুল মোল্লা প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সহিংসতা পরিহার করে সংলাপ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, যুব সমাজকে মানবতা ও ভালোবাসার চর্চায় উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সহনশীলতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানান বক্তারা।

সমাপনী বক্তব্যে মাওলানা সিরাজ উদ্দিন বলেন, “সহিংসতার মূল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি লোভ ও মোহ। সম্প্রীতির চর্চার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।”

মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠকের উপর হামলার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা পর্যায়ের মুখ্য সংগঠক ও উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের হারু শেখের ছেলে শাওন শেখের উপর হামলার ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে শাওন শেখ বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলা দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম মিঠুন এবং মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রুবেল হাসানকে মেহেরপুর আদালত চত্বর থেকে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৫ দিন আগে ভিজিএফ কার্ডে চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে মোবাইল ফোনে শাওন শেখকে হত্যার হুমকি দেয় মিঠুন। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাওন শেখ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে হামলার ঘটনা ঘটে।

সেসময় বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুলের ছেলে এবং জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে রুবেল হাসান (২৮), শিবপুর গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের ছেলে ও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুল হাসান রাহুল (৩৫), গৌরিনগর গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজিরসহ আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি শাওন শেখের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জেলা ছাত্রদল সভাপতি সেনজিরের নির্দেশে মিঠুন শাওনের কলার চেপে ধরে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে মাথায় কিল-ঘুষি মারে। রুবেল বাঁশের লাঠি দিয়ে পিঠে আঘাত করে এবং রাহুলও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারে।

শাওনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা শাওনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে মামলার বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা ছাত্রদল সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির বলেন, “কিছুদিন আগে বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত চেয়েছেন—এমন একটি নিউজ যমুনা টিভিতে প্রকাশ হয়। সেই নিউজে শাওন শেখ অশ্লীল ও আপত্তিকর মন্তব্য করে। সোমবার রাতে মিঠুন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়।”

তিনি আরও বলেন, “আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি শান্ত করি এবং শাওনকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিই। আমি এ ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই। এটি একটি মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা।”

সেনজির দাবি করেন, “শাওন শেখ জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং অতীতে কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনেও অংশ নেননি। তার বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।”

তিনি প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে বলেন, “ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা থাকলেও সরকারের পক্ষে থাকা ফ্যাসিবাদী ইউনিটের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা এই মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।”

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম আনারকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে, ইন্সপেক্টর (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম এবং সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আনারুল ইসলাম আনারকে তার নিজস্ব ভাটার এলাকা থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা রয়েছে, যার মামলা নম্বর ২০/২৮/৮/২০২৪।

পুলিশ জানিয়েছে, তাকে আগামীকাল আদালতে পাঠানো হবে।

মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাওনের ওপর হামলা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের অভিযোগ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঠুনের নেতৃত্বে বিএনপির একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এই হামলায় অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে…

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের বাংলা নববর্ষ পালন

মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকেলে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাসার, নুরুল আহমেদ, রফিকুল আলম এবং নাট্য সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি এস. এম. এ. মান্নান, আবুল লায়েস লাভলু, নিলুফার বানু, শহিদুল ইসলাম কানান, ফাতেমা ফিরোজ, সাদেকুজ্জামান সেন্টু, রফিকুল ইসলাম, লিয়াকত হোসেন, আবুল হাশেম, মহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির বৈশাখ বরণ শোভাযাত্রা

বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৪ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার চৌরাস্তা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা ও নানা ধরনের প্ল্যাকার্ড নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পালকি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, জেলে, কৃষকের সাজে সজ্জিত মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ—সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রায় বৈচিত্র্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি হয়।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিলটন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আব্দুল্লাহ, আনছারুল হক, হাফিজুর রহমান হাপি, খাইরুল বাশার, রেজাউল হক, ওমর ফারুক লিটন, মীর ফারুক, রোমানা আহমেদ, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, গণিউল আজম, আলফাজ উদ্দীন কালু, আব্দুল আওয়াল, আখেরুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আ. রহিম, জেলা

স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইলিয়াস হোসেন, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দ্বীপু, হাফিজুর রহমান, সৌরভ, জনি, যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, শামুয়েল হোসেন সনি সহ জেলার বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।